দৈনিক
আল মোমিন

তারিখ ... 30 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

148

(27)

ভার্সিটির দু'টি হলে পুলিসী তল্লাসি

ক্যাম্পাস রিপোর্টার ।। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের একটি বিশেষ দল গতকাল রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল ও জগন্নাথ হলের কয়েকটি রুমে তল্লাসি চালায়। ডাঃ মিলন হত্যাকারীদের কয়েকজন উক্ত হলগুলোতে অবস্থান নিয়েছে এই খবর পেয়ে গতকাল রাত ৮টার দিকে গোয়েন্দা পুলিসের ১০ প্লাটুনের একটি স্কোয়াড প্রথমে জগন্নাথ হল ও পরে সূর্যসেন হলে উক্ত তল্লাসি অভিযান চালায় বলে জানা গেছে। আরও জানা গেছে, ডাঃ মিলন হত্যার আসামী গোলাম ফারুক অভি ও গাজী কামরুল ইসলাম সজলকে গতকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত টিএসসি এবং পরে জগন্নাথ ও সূর্যসেন হলে ঘুরতে দেখা যায়। এ খবর পেয়ে রাত ৮টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কড়া পুলিস মোতায়েন করা হয়। নীলক্ষেত, শাহবাগ, হাইকোর্ট মোড়,

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটির দু'টি

(প্রথম পাতার পর)

চানখারপুলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দিক পুলিস ঘিরে ফেলে। রিকশাসহ সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশের ক্ষেত্রেও বাধা প্রদান করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা গেছে, জগন্নাথ হলে হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই ৮টার দিকে পুলিস প্রবেশ করলে সাধারণ ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং পুলিসের ওপরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এ অবস্থায় এক পর্যায়ে পুলিস বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পুলিসদের ধাওয়া করে টিএসসি চত্বরে রেখে আসে। একইভাবে সূর্যসেন হল, জসিমউদ্দিন হলে শিক্ষকদের সঙ্গে করে পুলিস হলে প্রবেশ করে। ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে সেখান থেকে পুলিস হল ত্যাগে বাধ্য হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিপুলসংখ্যক দাঙ্গা পুলিস ও আর্মড পুলিস মোতায়েন রয়েছে। এ অবস্থার ফলে সারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উত্তেজনা ও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। হলগুলোতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চরম আতংকাবস্থা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে যেকোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আশংকা করা হচ্ছে।